ফর্ম নং জে (২)

কলকাতার উচ্চ আদাল্‌ত

সাংবিধানিক রিট অধিক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী

২০২০ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৮১০১

কাশীনাথ দাস

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্য ঃ শ্রী রননীশ গুহ ঠাকুরতা
শ্রীমতী সেনজুতি সেনগুপ্ত

উত্তরদাতা ৩ এর জন্য ঃ শ্রী বিপিন ঘোষ

উত্তরদাতা ৪ এর জন্য ঃ শ্রীমতি অনামিকা পান্ডে
শ্রীমতি অমৃতা পান্ডে
শ্রী ঘনশ্যাম পান্ডে
শ্রীমতি স্নেহা সিং

শুনেছেন ঃ ২২শে নভেম্বর

রায় ঃ ২২ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে

বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীঃ

বর্তমান রিট পিটিশনটি ২১শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছে, যা উত্তরদাতা নং ৩ দ্বারা পাস করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে তিনি গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২-এর ধারা ৮-এর অধীনে জারি করা শংসাপত্রের জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (এখানে "কথিত আইন"উল্লেখ করা হয়েছে)।

২. আবেদনকারী নিজেকে উত্তরদাতা নং ৪-এর প্রাক্তন কর্মচারী বলে দাবি করেছেন। আবেদনকারীর মতে, ৩৯ বছর ধরে উত্তরদাতা নং ৪-এ কাজ করার পর, আবেদনকারীকে ২০১৩ সালের ২১শে মার্চ চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অবসর গ্রহণের সময় তাঁর শেষ মজুরি ছিল ৯ টাকা, ৪৯৫.৬৮ পইসা।

৩. যেহেতু গ্র্যাচুইটি তাঁর পক্ষে বিতরণ করা হয়নি, তাই তিনি তাঁকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে ফর্ম "এন"-এ আবেদন করেছিলেন। উপরোক্ত কার্যধারাটি উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত এটি ২৬শে নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আদেশে শেষ হয়েছিল, যার ফলে আবেদনকারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির কারণে উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা প্রদেয় এবং প্রদেয় ৩৭৪৭২০টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

৪। উপরোক্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফর্ম 'ও'-তে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, উত্তরদাতা নং ৪ উক্ত কার্যধারার বিরোধিতা করেননি। পূর্বোক্ত আদেশটি পাস হওয়ার পরে, ফর্ম 'আর'-এ একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল ২৬৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে, উত্তরদাতা নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। আবেদনকারীর মতে, যেহেতু উত্তরদাতা নং ৪ উক্ত নোটিশের ভিত্তিতে কাজ করেননি, তাই আবেদনকারীকে ফর্ম 'টি'-তে আবেদন করতে বাধ্য করা হয়েছিল যাতে তিনি উক্ত আইনের ধারা ৮-এর অধীনে একটি শংসাপত্র জারি করতে পারেন। নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে উক্ত আইনের ধারা ৮ এর অধীনে একটি শংসাপত্র জারি করার পর, সার্টিফিকেটের জন্য একটি অনুরোধ সহ এই শংসাপত্রটি বাস্তবায়নের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার, যিনি বিবাদী নং ৩ ছিলেন, তার কাছে প্রেরণ করে।

৫. নথি থেকে জানা যায় যে, শংসাপত্র আধিকারিক শংসাপত্রের উপর নোটিশ জারি না করেই ঋণগ্রহীতা উক্ত শংসাপত্রের বৈধতার বিষয়ে রায় দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত আদেশের মাধ্যমে উক্ত শংসাপত্রের জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

৬। শংসাপত্র আধিকারিকের দ্বারা গৃহীত উপরোক্ত পদ্ধতিটি অনিয়মিত ছিল। মনে করা হচ্ছে, এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের একটি আদেশে আবেদনকারীকে শংসাপত্র আধিকারিককে, যিনি ৯ই আগস্ট, ২০১৯ তারিখের আদেশটি পাস করেছিলেন, রিট পিটিশনে পক্ষ হিসাবে যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উপরোক্ত নির্দেশ অনুসারে, বর্তমান কার্যধারায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে পক্ষ হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল।

৭. আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান উকিল শ্রীমতী সেনগুপ্ত বলেন যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত দাবি থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী এখনও এই ধরনের সিদ্ধান্তের ফল পেতে সক্ষম হননি। উত্তরদাতা নং ৪ প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, যা আবেদনকারীকে উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে একটি শংসাপত্র জারি করার জন্য বাধ্য করেছিল। এমনকি এই ধরনের শংসাপত্র জারি করার পরেও এটি শংসাপত্র অফিসার দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।

৮। যুক্ত করা উত্তরদাতার দায়ের করা হলফনামার প্রতি এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি জমা দেন যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সামনে কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হয়েছে কি না, এই প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে শংসাপত্র আধিকারিক তাঁর এখতিয়ার অতিক্রম করেছেন। তিনি জমা দেন যে, উক্ত আইনের ৭ ধারার অধীনে করা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা শংসাপত্র আধিকারিকের কর্তৃত্বের আওতার মধ্যে নেই।

৯. মুরলিধর রতনলাল এক্সপোর্টস লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যদের মামলায় এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করে, যা ২০১৪-২-এলএলজে-৭৪ (ক্যাল)-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, তিনি জমা দিয়েছেন যে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে উক্ত আইনটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড যা উক্ত আইনের ৮ ধারায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে এবং শংসাপত্র কর্মকর্তা ইতিমধ্যে করা সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন করতে অক্ষম।

১০.একই প্রস্তাবে, তিনি ডেল্টা লিমিটেড বনাম রামপদা সর্দার ও অন্যান্যদের মামলায় এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা প্রদত্ত একটি অপ্রকাশিত রায়ের উপরও নির্ভর করেছেন, ২০২১ সালের ক্যান ১ সহ ২০২১ সালের ম্যাট ১২৪২-এ।

১১.প্রদত্ত তথ্যগুলিতে এটি দাখিল করা হয়েছে যে সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি টিকিয়ে রাখা যায় না এবং এটিকে স্থগিত করা উচিত এবং শংসাপত্র অফিসারকে অবিলম্বে উল্লিখিত ধারা ৮ এর অধীনে জারি করা শংসাপত্রটি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আরও নির্দেশনা দিয়ে বাতিল করা উচিত।

১২. যোগ করা উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী জনাব ঘোষ জমা দিয়েছেন যে শংসাপত্রের জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে যোগ করা উত্তরদাতার পক্ষ থেকে কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তিনি জমা দিয়েছেন যে বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩-এর ধারা ৬-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে শংসাপত্র কর্মকর্তা অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যে কোনও ক্ষেত্রে, এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি এই আদালত শংসাপত্র আধিকারিককে শংসাপত্রটি কার্যকর করার নির্দেশ দেয় সার্টিফিকেট অফিসার এটি কার্যকর করতে বাধ্য থাকবেন।

১৩। অন্যদিকে, উত্তরদাতা নম্বর ৪-এর প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান উকিল শ্রীমতী পান্ডে বলেন যে, উত্তরদাতা নম্বর ৪ আর্থিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। তবে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, প্রত্যর্থী নম্বর ৪-কে কখনই 'আর' ফর্মের নোটিশ দেওয়া হয়নি। এইভাবে, উক্ত আইনের ধারা ৮-এর অধীনে শংসাপত্র জারি করার বিষয়ে শংসাপত্র আধিকারিকের সামনে কার্যক্রম আইনত খারাপ। তবে, তিনি দাবি করেন যে এই আদালত আবেদনকারীর দাবি বাতিল করার জন্য বিবাদী নং ৪-কে কিস্তি মঞ্জুর করতে পারে।

১৪. সংশ্লিষ্ট পক্ষের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিলদের কথা শুনেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করেছেন।

১৫। এই ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা যায় যে, আবেদনকারীর দাবিটি উত্থাপিত হয়েছে এবং আবেদনকারীর নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত যেটি উত্তরদাতা নং. ৪। আবেদনকারী ২১শে মার্চ, ২০১৩ তারিখে উত্তরদাতা নং. ৪-এর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং   নেই। গ্র্যাচুইটির কারণে তার দাবি বিতরণ করা হয়েছে, ফর্ম 'এন'-এ একটি আবেদন উক্ত আইন

এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ৪ এই ধরনের কার্যধারার বিরোধিতা করেননি। নথিগুলি প্রমাণ করে যে ফর্ম 'আর'-এ একটি নোটিশ ২৬শে নভেম্বর, ২০১৮ জারি করা হয়েছিল যাতে উত্তরদাতা নং ৪-কে আবেদনকারীকে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির জন্য টাকা প্রদান করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত আদেশ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপ রেকর্ড করেঃ

> *"বিষয়টি শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল এবং ফর্ম 'ও'-তে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ফর্ম 'এন'-এর একটি অনুলিপি ও. পি. কোম্পানিকে লিখিত বিবৃতি, যদি থাকে, ডুপ্লিকেট করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। আবেদনকারীকেও ফর্ম 'ও' জারি করা হয়েছিল। লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার জন্য ২৮.১২.২০১৬ এবং ১০.০২.২০১৭-এ দুটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু ও. পি. কোম্পানি তা কাজে লাগায়নি এবং শেষ পর্যন্ত ও. পি. কোম্পানি যেকোন লিখিত বিবৃতি জমা দেয়নি "*

১৬. যেহেতু আবেদনকারী গ্র্যাচুইটি পাননি, তাই আবেদনকারী উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে শংসাপত্র দেওয়ার জন্য ফর্ম 'টি'-তে আবেদন করেছিলেন।

১৭। উত্তরদাতা নং ৪-কে কেন একটি শংসাপত্র জারি করা হবে না তার কারণ দর্শানোর জন্য একটি কারণ দর্শানোর নোটিশও রেকর্ড করা আছে। শেষ পর্যন্ত, উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে শংসাপত্রটি জারি করা হয়েছিল এবং এটি কার্যকর করার জন্য শংসাপত্র আধিকারিকের কাছে অনুরোধ সহ পাঠানো হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, সেই পর্যায়ে শংসাপত্র আধিকারিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত শুরু করেছিলেন।উক্ত আইনের ৭ ধারার অধীনে কার্যধারা সম্পন্ন হয়েছে

যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর এবং উত্তরদাতা নং ৪-কে গ্র্যাচুইটি প্রদানের আহ্বান জানিয়ে ফর্ম 'আর'-এ নোটিশ জারি করা হয়েছে কিনা।

১৮. এটি বিবেচনা করে যে শংসাপত্র কর্মকর্তা শেষ পর্যন্ত ২১শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত শংসাপত্রের অনুরোধে অসন্তোষ প্রকাশ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৯. বর্তমান আবেদনে যে প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য পড়ে তা হল, উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে শংসাপত্রটি কার্যকর করার সময় নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে অনুষ্ঠিত কার্যধারার সঠিকতা বা অন্যথায় নিশ্চিত করার জন্য শংসাপত্র কর্মকর্তা আদৌ সক্ষম ছিলেন কিনা। মিসেস সেনগুপ্ত যেমন সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, উক্ত আইনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে গ্র্যাচুইটি পুনরুদ্ধারের পদ্ধতি এবং পদ্ধতির ব্যবস্থা করে। যদিও উক্ত আইনের ৭ ধারায় নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে, তবে উক্ত আইনের ৮ ধারায় গ্র্যাচুইটি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা রয়েছে। উপরোক্ত বিধানগুলিকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য, উক্ত আইনের ৮ ধারাটি এখানে এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ -

> "৮ যদি নিয়োগকর্তা এই আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার অধিকারী ব্যক্তিকে প্রদান না করেন, তবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে কালেক্টরকে সেই পরিমাণের জন্য একটি শংসাপত্র জারি করবে, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মতো হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ তা আদায় করবেন। সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়া তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারে

ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে এবং তার অধিকারী ব্যক্তিকে একই অর্থ প্রদান করা।

শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, এই ধারার অধীনে একটি শংসাপত্র জারি করার আগে, নিয়োগকর্তাকে এই ধরনের শংসাপত্র জারি করার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবে; আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে প্রদেয় সুদের পরিমাণ কোনও ক্ষেত্রেই,এই আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ অতিক্রম করেছে।"

২০. উপরোক্ত থেকে এটা স্পষ্ট হবে যে, উক্ত আইনের ৭ ধারার অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও পদ্ধতিও উক্ত আইনেই দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, মুরলিধর রতনলাল এক্সপোর্টস লিমিটেডের (উপরে) ক্ষেত্রে ১৩ অনুচ্ছেদে এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চের করা পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করা প্রাসঙ্গিক হবে।

"১৩. শ্রী ভঞ্জা চৌধুরী বলেন যে, এই ধরনের কার্যধারাতেও নির্বাহক কর্তৃপক্ষের সেই আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা দায় নির্ধারণ করা হয়েছিল। শ্রী চৌধুরী এমনকি এই যুক্তিতে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন যে, এই ধরনের কার্যধারায় নির্বাহক কর্তৃপক্ষ দাবির যোগ্যতার দিকে যেতে পারে যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল। যদি এই ধরনের ব্যাখ্যা গৃহীত হয়, তবে আপিলের বিধানটি অযৌক্তিক হয়ে উঠবে এবং প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে এমন একটি ক্ষমতা প্রদান করা হবে যা সংবিধি প্রদান করে না বা বিবেচনা করে না। আপিল করার জন্য বিধিবদ্ধ সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর পরেই এই ধরনের আবেদনগুলি উত্তরদাতা নং ১-এর কাছে দায়ের করা হয়েছিল।৩ এবং ৪ ইস্যুটি পুনরায় খোলার এবং একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি অস্বীকার করার প্রয়াসে এই জাতীয় অসমর্থনীয় আবেদন সহ। বাংলা পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ আইন করা হয়েছিল

বাংলায় জনসাধারণের দাবি আদায় সংক্রান্ত আইনকে সুসংহত ও সংশোধন করা হয়েছে। কারখানা, খনি, তেলক্ষেত্র, বাগান, স্থান, রেল সংস্থা, দোকান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি প্রদানের জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য একটি প্রকল্পের ব্যবস্থা করার জন্য গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন, ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়েছিল। উক্ত আইনটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড। উক্ত আইনটি একটি বিশেষ আইন এবং পরবর্তী আইন। উক্ত আইনে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে এবং সেখানে আপিলের বিধানও রয়েছে।উক্ত আইনের ধারা ৮-এ কার্যকর করার পদ্ধতিও নির্ধারিত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি নিয়োগকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই আইনের অধীনে প্রদেয় গ্র্যাচুইটির পরিমাণ তার অধিকারী ব্যক্তিকে প্রদান না করেন, তবে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ, এই বিষয়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির দ্বারা আবেদন করা হলে, সেই পরিমাণের জন্য কালেক্টরকে একটি শংসাপত্র জারি করবে, যিনি জমি রাজস্বের বকেয়া চক্রবৃদ্ধি সুদের সঙ্গে তা আদায় করবেন এবং সেই পরিমাণের অধিকারী ব্যক্তিকে তা প্রদান করবেন। এই বিধানের কারণেই নির্বাহকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে কালেক্টর পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্টের অধীনে অর্থ পুনরুদ্ধার এবং আদায় করবেন।পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্টের বিধানগুলি কোনও ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট, ১৯৭২-এর ধারা ৭-এর অধীনে নির্ধারিত বিষয়টিকে পুনরায় সক্রিয় করার জন্য বর্ধিত করা যাবে না যা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্টের অধীনে সার্টিফিকেট অফিসার বা আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে নির্ধারণের বিষয়। পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্টের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ -এর উপর এবং এর ক্ষেত্রে কোনও আপিল ক্ষমতা প্রয়োগ করে না।নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ। যদি তাই হয়

একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি আইনের অধীনে কালেক্টর এবং আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা প্রসারিত করা হয়, তখন গ্র্যাচুইটি প্রদানের আইনের অধীনে নির্ধারিত পুরো পদ্ধতিটি অযৌক্তিক এবং নিরর্থক হয়ে উঠবে। এটি কেবল গ্র্যাচুইটি আইনের বিধানগুলির বিরুদ্ধে অযৌক্তিকতা এবং বিদ্রোহের দিকেই পরিচালিত করবে না, তবে কোনও ক্ষুব্ধ নিয়োগকর্তার পক্ষে উক্ত আইনের ৭ (৭) ধারার অধীনে আপিলের বিধান পাস করে এবং সীমাবদ্ধতার বিশেষ সময়কাল উপেক্ষা করে কালেক্টরের কাছে দায়বদ্ধতার নির্ধারণ নিয়ে প্রশ্ন তোলারও সুযোগ থাকবে।"

২১. আমি আরও লক্ষ্য করছি যে, ডেল্টা লিমিটেডের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে যে, একবার উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে এই ধরনের শংসাপত্র জারি করা হলে, জেলা কালেক্টর বা প্রত্যয়িত কর্তৃপক্ষকে জমি রাজস্ব হিসাবে একই পরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে। যেহেতু, উক্ত আইনের অধীনে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, শংসাপত্রটি কার্যকর করার জন্য, বেঙ্গল পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট, ১৯১৩ (সংক্ষেপে "১৯১৩ আইন") এর ধারা ১৪ কার্যকর হয়। শংসাপত্র আধিকারিককে তাতে প্রদত্ত পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে শংসাপত্রটি কার্যকর করতে হবে।১৯১৩ সালের আইনের ১৪ ধারা ছাড়া, ১৯১৩ সালের আইনের অন্য কোনও বিধান, উক্ত আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা শংসাপত্র কার্যকর করার জন্য প্রযোজ্য নয়। এই ধরনের অনুসন্ধানগুলি ১৯১৩ সালের আইনের ১৪ ধারার উপর নির্ভর করে মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা ফেরত দেওয়া হয়েছে। এটিও প্রদর্শিত হবে যে উক্ত আইনের ১৪ ধারা-এ বলা হয়েছে যে, উক্ত আইনের বিধান বা তৈরি করা কোনও নিয়ম অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু সত্ত্বেও এর অধীনে প্রভাব থাকবে

এর সাথে, উক্ত আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনে বা উক্ত আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের ভিত্তিতে কার্যকর কোনও উপকরণ বা চুক্তিতে রয়েছে। উপরোক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে একবার শংসাপত্র জারি করা হলে, শংসাপত্র কর্মকর্তা তা কার্যকর করতে বাধ্য এবং দাবি নির্ধারণের প্রশ্নটিতে যেতে পারবেন না।

২২. এটা সত্য যে, 'আর'-এর নোটিশ না দিলে শংসাপত্রটি কলুষিত হতে পারে, তবে শংসাপত্র কর্মকর্তা উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে একটি কার্যধারার ভিত্তিতে শংসাপত্র জারি করার মতো একই রায় দেওয়ার যোগ্য নন। যদিও, উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, 'আর'-এর কোনও নোটিশ উক্ত উত্তরদাতার উপর জারি করা হয়নি, তবে 'আর' ফর্মটিতে শংসাপত্র জারি করার বিষয়টি জানার পরেও উক্ত আইনের ৭ (৭) ধারার অধীনে প্রদত্ত বিধিবদ্ধ আপিল দায়ের করে এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোনও পর্যায়ে উক্ত উত্তরদাতা কোনও প্রচেষ্টা করেননি।বর্তমান রিট পিটিশনের বিরোধিতা করে কোনও হলফনামাও উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা দাখিল করা হয়নি। কোনও হলফনামার অনুপস্থিতিতে উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিরক্ষা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়।

২৩. উক্ত আইনের ৮ ধারার অধীনে শংসাপত্র জারি করার আগে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার বিষয়টিও অনিয়ন্ত্রিত রয়ে গেছে। তবে, আমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বিতরণ করার জন্য উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষ থেকে একটি প্রার্থনা করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই কিস্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রীমতী পান্ডে, এই পর্যায়ে

বলেন যে এই ধরনের আবেদন একটি মুলতুবি মামলা শেষ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং এটি তার অধিকারের প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই। আমি মনে করি এই বিষয়টি বেশ কয়েক বছর ধরে মুলতুবি রয়েছে। ফর্ম 'এন'-এর মূল আবেদনটি ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এ দায়ের করা হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত ২৬২ নভেম্বর, ২০১৮-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। উত্তরদাতা নং ৪ দ্বারা উপরোক্ত কার্যধারাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বা এটিকে চ্যালেঞ্জ করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি, এমনকি উপরোক্ত বিষয়টি জানার পরেও। প্রদত্ত তথ্যে, আমি উত্তরদাতা নং ৪-এর পক্ষে কিস্তি মঞ্জুর করা উপযুক্ত এবং উপযুক্ত বলে মনে করি না।

২৪. ২১শে অক্টোবর, ২০১৯ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে জারি করা শংসাপত্রটি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষকে মূল অনুরোধ সহ অবিলম্বে শংসাপত্র আধিকারিকের কাছে প্রেরণ করা হবে, যদি শংসাপত্র আধিকারিক ইতিমধ্যে তা ফেরত দিয়ে থাকেন, যাতে শংসাপত্র আধিকারিক উক্ত আইনের ৮ ধারার বিধান অনুসারে এবং এখানে করা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তা কার্যকর করতে পারেন।যেহেতু বিষয়টি বেশ কয়েক বছর ধরে ঝুলে রয়েছে, তাই কেবল আশা করা যায় যে সার্টিফিকেট অফিসার পদে বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপরোক্ত নির্দেশ পালন করবেন এবং এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে উপরোক্ত শংসাপত্রটি কার্যকর করবেন।

২৫. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ/নির্দেশাবলীর সঙ্গে রিট আবেদন নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২৬। তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৭. যেহেতু, রাজ্যের উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয় না, তাই ফাইলটিতে রাখার জন্য যথাযথ রসিদ পাওয়ার পরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী শিক্ষিত উকিলের কাছে মূল ফাইলটি ফেরত দেওয়ার জন্য অফিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৮. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি এর জন্য আবেদন করা হয়, তাহলে হবে।প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার ভিত্তিতে পক্ষগুলিকে দেওয়া হয়।

(বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly